# শ্বেতপত্র

আফজাল চৌধুরী

# শ্বেতপত্র

আফজাল চৌধুরী

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

শ্বেতপত্র

আফজাল চৌধুরী বিরচিত

ইসাকেডা পত্রিকা গ্রন্থমালা ১
ইসাকেডা প্রকাশনা ১০৬
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার ঃ
বিষয় ঃ কবিতা ৮৯১·৪৪১

রচনাকাল ঃ ১৯৭৭-৭৯

প্রকাশক
হাসনাইন ইমতিয়াজ
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-বিভাগ
তোপখানা রোড, ঢাকা-২

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৮২, আষাঢ় ১৩৮৯ রমজান ১৪০২

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ এম এ কাইয়ুম
ব্যাক কভার ঃ মামুন কায়সার চৌধুরী

মুদ্রক ঃ
শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেস, ৩২ বি কে গাংগুলী লেন, ঢাকা

বাঁধাইকার ঃ
ফেমাস বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৩ পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, সিংটোলা, ঢাকা-১
মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

---

**SHWETAPATRA ( White Paper : A Lyrical long Prose-Poem : with a prelude of fourteen Sonnets in Bengali ) by AFZAL CHOWDHURY and published by Islamic Cultural Centre. Dacca.**
**Islamic Foundation Bangladesh.**
**Price : Taka 5·00 (Inland)** **US $ 0·50 (Overseas)**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ/৭-২২

ঘাটের দশক/৯, শামসুর রাহমান/১০, আলী মাহমুদ/১১, শহীদ কাদরীকে-তো/১২,আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অস্মিতায়/১৩,পরাবাস্তবিক গীতিকার/১৪, মৌলবি নিবিড়/১৫, নেপথ্যে লুসিফার/১৬, এ্যালবাট্রস হত্যাকারী/১৭, কবিতার ভ্রূণ/১৮, রেডিক্যাল মৃত্যু/১৯, মাৎস্যন্যায়/২০, প্রতিভা শয়তান নয়/২১, উত্তমপুরুষ/২২।

শ্বেতপত্র/২৩-৪৮

www.pathagar.com

## লেখকের অন্যান্য বই

কল্যাণব্রত (কবিতা)

হে পৃথিবী নিরাময় হও (কাব্য-নাটক)

রসুল-প্রশস্তি প্রসঙ্গ (গবেষণা)

বন্দী আরাকান ও অন্যান্য কবিতা (প্রকাশিতব্য)

www.pathagar.com

# মুখবন্ধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যার-যার প্রতিভাকে শানিয়ে উজ্জ্বল সুশাসনে
সহৃদয় হতে পারবো বিশ্বাস বিস্তৃত করে বুকে,
প্রতিজ্ঞা-প্রত্যয় সহ এমনই ধারণা ছিল মনে—
ক্যাক্‌টাসে ফুটিয়ে ফুল কণ্টকিত হব সুখে-দুখে,
নিশ্চিত ভেবেছিলাম, বন্ধুদের প্রতিভূ মননে
সহাস্য অনুজ্ঞা আছে প্রত্যেকের দৃপ্ত চোখে-মুখে,
ষাটের দ্বান্দ্বিক স্নায়ু উন্মথিত কালীয় দমনে
সত্যিকার জিজ্ঞাসাটি রূপ নেবে ভীষণ চাবুকে
অতঃপর ইতিহাস উৎক্ষিপ্ত যুগ-সন্ধিক্ষণে
স্বাভাবিক প্রশ্ন তোলে নবাগত অসংখ্য ভাবুকে—
ওরা কি সন্তর দল? নাকি ওরা নিন্দিত কারণে
উত্তেজিত, কেন নেই রাশ তবে মসৃন চিবুকে?
নাস্তির আবেগ আর উচ্ছ্বাসের বেদান্ত ধারণে
ষাটের দশক পোড়ে আমাদের তিক্ত উচ্চারণে।



www.pathagar.com

ইতিমধ্যে তানপুরাটি সাধছিলেন শামসুর রাহমান
ডি,আই.টি-র চূড়া তার তামাশায় ভায়োলিন হয়ে
ভূতের গলির নানা সুরারোপে তুলেছিল তান
ডিঙাতেছিলেন তিনি পিতামহদের ভয়ে ভয়ে
দ্বিতীয় মৃত্যুর দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া তাঁর গান
ধ্যানী অন্ধকারে পৌঁছে নানা রূপ ছন্দে আর লয়ে
জানা ও অজানা সুরে করেছে বিবিধ ছবি দান
খঞ্জ আর বালকের, উদ্ভট নির্বেদ গেছে ক্ষয়ে,
সহসা যখন যুবা-ফুটপাতের মাউথ অর্গান
বাজিয়েছে, পরিণামে এক-রাত্রি-স্বনিত প্রলয়ে
স্নায়ুতিক্ত দশকের ডামাডোলে সর্বশেষ গান
শুনিয়ে চকিতে তিনি দেখেন স্বদেশ মেঘালয়ে,
রাঢ় ও বরেন্দ্রব্যাপী সীমানায় প্রকুপিত প্রাণ,

সেই তিনি খেয়ালের নতুনত্বে আজও বিত্তবান।



www.pathagar.com

তিতাসের শব্দাবলী বাজিয়ে তখন মাহমুদ
কাজল জাতির কথা গাইছিলেন প্রগাঢ় লোচনে
বর্ণগন্ধময় লোক-লোকান্তরে প্রাণের বন্ধুদ
ফুটিয়ে মানুষ জাগে তাঁর প্রিয় শব্দ-শিহরণে
কি ভাবে জেলে ও চাষী নগ্ন হয়, শোষণ ও সুদ
ফতুর, মিস্‌কিন করে জনপদ, করুণ বচনে
এন্তার কাহিনী সব বলে বলে ক্লান্ত হুদহুদ—
কবিতার সান্দ্র স্বরে, রূপে-রসে, লোকজ্ঞান ভণে
বিধাতার স্তুতিগানে পরিণামে হয়েছেন বুঁদ,
যখন ইঁদুর-দল গ্রাস করে সভ্যতার ড্রেনে
বিধুর বিলোল চোখে ভাঁড়ারের উঞ্ছ আর খুদ
সোনালি কাবিনে তিনি দেহঋণ সার্থক মোচনে
যদিও পুকুর খোঁড়ে চারপাশের মৎস্যভুক উদ্‌,
স্বলোক মোচনে বেশ সিদ্ধবাক আল মাহমুদ।



www.pathagar.com

## শহীদ কাদরীকে তো

টানেলের মত সেই দশকেই তো অকুতোভয়ে
খলখল হাস্যধ্বনি দিগ্বিদিক ছিটিয়ে-ছড়িয়ে
প্রতিমা-প্রতীক সব অন্ধকারে জ্যান্ত হয়ে হয়ে
সহসা একদা রাতে বিশ্বাসের মিনার গুঁড়িয়ে
রূপ নেয় ভয়ংকর—যখন গভীর পরাজয়ে
শহীদ কাদরীকে তো মনে হল ম্যান্‌হোলে দাঁড়িয়ে,
নিশীনাদ কণ্ঠে নিয়ে বোহেমিয় সান্দ্র বরাভয়ে
সংক্রমিত, সহজেই উদ্ভট ভাষ্যটি ছুড়ে দিয়ে
মজেন গবেষণায় নাগরালি মত্ত অপচয়ে,
শিল্প ও মৃত্যুর ঋণে জীবনকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
কুপিত নগরবাদ ঠেঁসে দেয়া কবিতা নিচয়ে
নৈশঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে দেশী আর বিদেশী সরাইয়ে
যখন বিবদমান কবিকুল—নেশাতুর হয়ে
ফেরেন, তাকান তিনি হ্যামলেটের মত ভয়ে ভয়ে ?



www.pathagar.com

এবং ছবির মত নকশীকাঁথা সূচিত দশকে
নিপুণ মটিফ নিয়ে আগেভাগে মান্নান সৈয়দ,
শোভন সিকদারগণ গণ্য হন সৌন্দর্য-শোষকে
মগ্নকামে ইলিয়াস খুঁজতে চান জন্মের সনদ,
আপ্লুত জীবন আর ভঙ্গি সহ আসাদ, অশোকে
আবদুল্লাহআবুসায়ীদস্মিতায় গড়ে অনুষদ
নেকাব মোচন করে বুঝতে চান শিল্পের ঐক্যকে,
—অমাবস্যা ঘেরা চাঁদে উঁকি দ্যায় খিন্ন প্রতিপদ,
স্নায়ুর আতঙ্কে পুষে পিঙ্গলা ও ঈড়ার দুঃখকে
মরণ তাড়িত শব্দে ছুঁতে যান ঈষৎ ধ্রুপদ
খুঁড়ে খুঁড়ে মধ্যরাত রফিক আজাদ ম্লানমুখে
মোহাম্মদ রফিকের ভ্রূভঙ্গিতে খেলে ভীতিপ্রদ
গৃহত্রাস,—এভাবেই যাঁর যাঁর প্রাতিস্বিক সুখে
প্রত্যেকে চিহ্নিত হন শুরু হতে নিজস্ব অসুখে।



www.pathagar.com

পরাবাস্তবিক গীতিকার

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ হতে যাঁর প্রতিভা ও যশ
সফল মুদ্রায় করে লীলায়িত অলীক বাস্তব
রৌদ্রময় অন্ধকারে বিলোড়িত ঘোর কসমস্
ফেনায়িত হয়ে যেন অন্তর্গত গ্লানি হয় স্তব,
কেবল বস্তুর গৎ-এ সাধ্য আর সাধনাকে বশ
মানিয়ে নিঃশেষ নয়, মনে হয় তাঁর অনুভব
সত্যের সুসমাচারে নিংড়ে নেবে ফসলের রস,
শাশ্বতের রূপকল্পে অসম্ভব করবে সম্ভব।

মনে হয়, তাই তার স্বপ্নভুক জন্মান্ধ স্বরূপ
স্কাইলাইট খুলে দূর ছায়াপথে মিশে যায় আর,
অন্ধ নয়, খঞ্জ নয়, হারুতের মারুতের কূপ
কিংবা নয় গুহা তাঁর, পরাবাস্তবিক গীতিকার
যদিও বা দাবি তাঁর, আপাতমন্ময় এই রূপ
এখনও শোষণ করে মান্নানের শোণিত স্বরূপ।

শ্বেতপত্র

www.pathagar.com

## মৌলবি নিবিড়

"চোখ বুঁজে ফুঁ দিচ্ছেন অন্তর্গত নিবিড় মৌলবি
সৈয়দ, গভীরতম, আমার অন্বিষ্টা পেনেলোপি।"
( জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ ঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ )

আননে কী স্বচ্ছ চোখ, ঋদ্ধ দেখি মেধা ও মননে
স্বপ্নের তড়িতাভাসে মনে হয় নিখাদ সৈয়দ
নিবিড় মৌলবি রূপে ফুঁ-দেয়াতে—অবাধ গমনে,
অসৎ প্রস্তাবগুলো পেনেলোপি করেছিল রদ,
মৌলবি নিবিড় এই ফুঁৎকর্ম ও প্রমাদ-হননে
পূর্ণাতাভিসারী লোক অভিমুখে ক্রমশঃ বিশদ
ঘোড়ামানুষের সাথে কিন্তু হায় কিম্ভূত রমণে
জংঘা নেড়ে পেনেলোপি হয়েছে কী ভ্রষ্ট আর বদ।

শব্দারূঢ় নার্সিসাস তৃপ্তি তাই খোঁজে কোন্ সুখে ?
হায় তার পেনেলোপি নিম্ননাভী-মূলের পর্যায়
পাঞ্চজন্যা—অতএব ইউলিসিস ফেরে নত মুখে
লাজে-দুখে-অভিমানে বলীয়ান শৈলীর চর্যায়
মৌলবি-নিবিড় তাঁর চোখ বুঁজে হেসে ম্লান মুখে
প্রাণপণ ফুঁ দিচ্ছেন সৈয়দের গভীর অসুখে।



www.pathagar.com

হাসান, সায্‌যাদ আর সিরাজী ও হুমায়ুন আজাদ
মজহার, রাজীব, আবু কায়সার ও শাহনুর খান
মহাদেব সাহা আর গুণের নিমিত্ত এ সংবাদ —
রক্তিম গোলাপগুচ্ছ বলুন তো কিভাবে ফোটান ?
প্রতিমা-প্রতীক প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে বারেবার
স্বপ্নের তান্ত্রিকতায় ক্রমশই শানিয়ে ঈমান
সরল-গরল পংক্তি সাজিয়ে সেলিম সরোয়ার
প্রপঞ্চের ছলাকলা সুখে-দুখে কি ভাবে উজান্ ?
কিভাবে তুরীয়ানন্দে মুহম্মদ নুরুল হুদার
বিন্দু বিন্দু দিব্যাভাসে ফুটছে নির্মল কিছু গান ?
উলঙ্গ ইন্দ্রিয়-স্নানে নিরিন্দ্রিয় যেন বীতদার
পূজিত গুঞ্জিত শব্দে আলতাফ হোসেনের প্রাণ ?
যখন প্রতিভাবান কংকালের খুলি আর হাড়
লুফে নিয়ে খেলা করে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে লুসিফার ?



www.pathagar.com

শতাব্দীর এই-অর্ধ এ-খেলাই দেখায় বরং
শক্ত ও নীরক্ত করে ছোট-বড় সকলের মুখ,
সকলের সম্ভাবনা হতে যেন সকলের রং
লাগে না এ ক্যানভাসে, অধিকন্তু এত যে মিশুক
মানুষ বদলে গিয়ে হয়েছে কি নিদারুণ সং,
আর এই আকালেরই পায়ে পড়ে লুটায় যে সুখ,
তুড়ি-ওড়াতেই শ্রেফ মানবিক রীতি আর ঢং
আবার গুটায়ে ডানা প্রজাপতি হয় যেন শুক
যখন প্রেমের পাত্রে ঢালা হয় মর্ষকাম-রং
কুখ্যাতিতে ভরে যায় চিরন্তন প্রেমিকের মুখ,
নিজেরই ছোবল তবু নিজমর্মে বিঁধে বুমেরং
মোহন ভড়ং নাশে কালান্তকরূপী স্নায়ুভূক,
দ্যাখো দ্যাখো—এ্যালবাট্রস-হত্যাকারী হে সব সারং
কিলবিলিয়ে খেলা করে মগজের সাপেরা বরং।



www.pathagar.com

এবং বিলোল জিভে কালসাপ চাখে লাল খুন
সহসা জীবন ঝেড়ে অকালেই চলে যায় কেউ
কখন ডিঙালো বাঁধা নিহত কবির-হুমায়ুন ?
তবে যে আপন ছায়া রোদ পড়লে হয়ে যায় ফেউ !
শিরা-উপশিরা বেয়ে ঘোরে ফেরে বৈনাশিক ঘুণ,
আর দণ্ড-পলেপলে হুমায়ুন কবিরেরা আজ
ঝরে যায়, সাথে-সাথে প্রতিভা ও কবিতার ভ্রূণ,
বড় দ্রুত লুণ্ঠিত পায় মননের শ্লাঘা-কারুকাজ
আলোর শিকারীদের নেই তীর, নেই নেই তূণ,
অথচ লোহিত সূর্য দিগ্‌বলয়ে জ্বলে দাউ দাউ
কায়ক্লেশে পুড়ে যায় লাবণ্য ও মানবিক গুণ,
এদেশের ধূলোতেই প্রেম-প্রীতি যখন উধাও
হে পথিক যত পারো ঝরাও পাঁজর-ভাঙা খুন
দেশ-প্রেম নিন্দনীয় বেঈমানির চেয়ে বহুগুণ !



www.pathagar.com

## রেডিক্যাল মৃত্যু

[ 'কুসুমিত ইস্পাত' এর কবি (হুমায়ুন কবির)-কে ]

প্রেরণা গমক তুললে ফেটে পড়তো আপন কায়দায়,
যেন সে উজ্জ্বল ডানা-চিল রূপে খুঁজছিল মিল
কেবল নিজের সাথে, তবে সে কিসের ফায়দায়
ইস্পাত-কঠিন ব্রতে কুসুমিত রূপসীর তিল
পেতে গিয়ে বিনিময়ে এত মূল্য দিল বোখারার ?
টানেলের অন্ধকারে ঢুকেই দিল তো শেষ খিল,
তবে কি মুখর ছিল অকাল মৃত্যুর মাঝে তার
নিশ্চিত অগ্রাধিকারে—সে প্রথমে অজ্ঞাত নিখিল
খুলবে বলে ? তবে কি সে, বিনিদ্র যামের শেষ রাতে
নক্ষত্রের ইশারায় সত্য-বোঝা কালে মহামিল
খুঁজেছিল বলেই তো নিহিলিস্ট সাথীদের হাতে
রেডিক্যাল মৃত্যু হল ?—অন্ধকার রাতে ঘন নীল
পরওয়ানা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো মাত্রই সাথে-সাথে
কুসুমিত ইস্পাত যে দ্বিখণ্ডিত হল অপঘাতে !



www.pathagar.com

ইতিহাসে পুনরায় মোচন হয়েছে মাৎস্যন্যায়
বুলেট প্রবিষ্ট হওয়া ঝিনুকের পাঁজরে হঠাৎ
শুক্তিকে সম্ভোগ করে মারণাস্ত্র সজ্জিত অন্যায়
বিনা মেঘ-বজ্রপাতে ক্ষমাহীন অশনি-উৎপাত
বুকে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ডানাহীন ভগ্ন-নিরুপায়
আমার সমান কাল—উপরে সটান দুই হাত—
আর এই দুঃসময় বিনিয়োগে একান্ত কৃপায়
প্রচণ্ডাল মহাকাল এখনো তোলেনি অভিঘাত,
যদিও ফতুর বিশ্বব্যাপী নানা গ্লানির পিপায়
দুঃখ আর হাহাকারে জমা হয় অগণিত রাত
সাল-মাস-দশকের জট বাঁধা ডাইনির খোঁপায়
মনে হয় মহাকালব্যাপী আজ মহা পক্ষাঘাত
যখন ধ্রুবের কাছে মানুষের নিয়তি ফোঁপায়
পুচ্ছ নাড়ে কোহেতুক, হায়-হায়, কী হবে উপায় ?



www.pathagar.com

## নিপুণ শয়তান নয়

নিপুণ শয়তান নয় এই চারু প্রতিভা তোমার
দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ক্রূর সূত্রধর পাঞ্চালি নাচের
রঙ্গমঞ্চে তোমাকে তো সাজায়নি সৌখিন জামার
অন্তরালে—তবু তুমি প্রতিরূপ ভঙ্গুর কাঁচের ?
তোমার অম্লান পাখি কোনোরূপ অলীকতমার
মোহন খাঁচায় মুক্তি চায়না তো সুলভ ধাঁচের
উদ্যত ফেরেশতার যষ্ঠিঘাত অন্তিমে তোমার
শয়তান হাঁকায় দ্যাখো মুদ্রা তুলে ক্লাসিক নাচের।

দোহাই-দোহাই আর নিজকে কর না নিপীড়ন
অস্থানে ছিটিয়ে রত্ন ফলায়ো না সুকুমার-চিৎ
নকল হীরার দীপ্তি যতই করুক বিকিরণ
তবুও কাঁচের শক্তি অকারণ এবং কিঞ্চিৎ
রূপের শরীরে আর বারবার না করে পীড়ন
আলোকিত গানে গানে ফালি-ফালি সাজাও কিরণ।



www.pathagar.com

সিন্ধুজয়ী বিন্ কাসিম, বঙ্গজয়ী খিলজীর সাথে
দেশ-দশ-ইতিহাসে পাল্লা দিয়ে দাঁড়াইনি আমি,
আমার গমন পথে, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ-প্রপাতে
অন্ধকার নয় বিশ্ব, কিংবা নই ভূস্বামীও আমি,
মোহসিন্, কর্ণ কিংবা হাতেমের মত দুই হাতে
বিলাবার বিত্ত নেই, শুধু শুধু কিছু বদনামী
প্রচার-কৃপন বলে, কোন দান নেই কোন খাতে,
কারো কারো ভ্রূভঙ্গিতে আমার কিছুই নয় দামি,
কেননা গরহাজির রয়েছি তো শুরু ও শেষেতে
পরন্তু আমার কাছে যাবতীয় ইতর ভণ্ডামি
উন্মোচিত, তুষ্ট তাই মৃত্যুবৎ নিজেরই পেশাতে
বলা যায় অতএব—মরহুম কবি এক আমি
মিশে আছি দেহহীন, ছায়া পথে, নক্ষত্র সভাতে
স্তব্ধ বিশ্ব, মহাকাল, পবিত্র আত্মার শ্বাসাঘাতে।



www.pathagar.com

# শ্বেতপত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হ্যাঁ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদের গন্ধ
মুখে বুকে ও গলনালীতে নিয়েই আমার জন্ম হয়েছিল

প্রথম নিশ্বাসে কণ্ঠ চিরে বেরিয়েছিল যে নবজাতক চীৎকার
একটি বেয়াদব ভ্রূণের কিংবা আদমসুরতের
তার জিহ্বায় নাকি মধুর বদলে দেয়া হয়েছিল
সর্ষের তেল ভুল করে

বড়ই আকাল ছিল সে বছর ভূ-ভারত জুড়ে

আমার জননী মাটিতে পেট ছুঁইয়ে রেখে শান্ত করতেন জঠরাগ্নি
স্বামী ও সন্তান কিংবা ভিখারী শিশুকে দিয়ে নিজের রিজিক
তিনি উপোস করতেন

পিতা তার টকটকে লাল ফেজের ঝুঁটি নেড়েচেড়ে
করতেন আফসোস আর স্মৃতির চারণ

তাঁর আচকানটি হয়েছিল যেন ক্ষয়িষ্ণু মুঘলের আলখাল্লা
মায়ের বোরকাটি ছিল মলিন তাঁবুর মত একদা সফেদ



www.pathagar.com

ধর্মগ্রন্থের পবিত্র পৃষ্ঠাগুলির সুদৃশ্য উজ্জ্বলতা ছাড়া
সংসারের সব কিছুতে ছুঁয়েছিল ম্লান পলেস্তরা

এই শ্রীহীন সংস্পর্শে
সুপ্রভাতের দরাজ কণ্ঠের আযান
সারাদিন ফেরিওয়ালার আর্ত চীৎকার
ভিখারীর ক্রন্দন
গুর্খা ও শিখ পদাতিক কনভয়ের মুহুর্মুহু গর্জনের ফাঁকে
আমাদের ক্ষুদে শহরের মোড়ে মোড়ে বিবিধ জটলায়
বার্লিন ও রোমের যুদ্ধবার্তার চেয়ে শোনা যেতো বেশী
ইম্ফল পতনের এক আশ্চর্য কাহিনী

যদিও সকল কথাবার্তায় ক্ষীণ হয়েছিল কণ্ঠস্বর
নিদারুণ মন্দায়
ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই অবস্থা সমান হয়েছিল
তবুও হাওয়ায় হল্লা তুলতো বাচালতা আর
প্রচলিত সন্ত্রাসবাদ
'কদম কদম বাড়হায়ে' যাবার সঙ্গীত
শোনা যেতো
দিল্লী চলোর ডাক ও লালকেল্লা দখলের সংকল্প কথা

কিন্তু দেশের অদ্ভুতচেতন নেতৃত্ব কি মনে করে
বিদেশী প্রভুর স্বপক্ষে নেমেছিলেন যুদ্ধে

ৃ এ স্বাধীনতার জন্যে কী তোলপাড়
পূর্ব দশকে
য়ে যায়নি
ট-ইণ্ডিয়ার' উত্তাল জিগীর

ৃতপত্র

www.pathagar.com

অতীতের জন্য শত গ্লানি ও ক্রন্দন

পেশাদার ও সৌখিন যাত্রা থিয়েটারের দৃশ্যে দৃশ্যে
পলাশীর আম্রকাননের হৃদয়বিদারক অন্তরাগ
কারবালার স্মৃতির মতই শোকাশ্রু গলিয়ে
চেতিয়ে রাখছিল জনচিত্ত

সিরাজ-উদ্-দৌলা ছিলেন যে পর্যায়ের পবিত্রতম প্রাণপুরুষ
মীরজাফর মুর্খ ভিলেন, জগৎশেঠ আস্ত হারামজাদা
রবার্ট ক্লাইভ লাল কুত্তা

ওদিকে বালাকোটের শহীদী ঐতিহ্য
সাহারাণপুরের স্মৃতি
টগবগ ফুটে উঠতো বিপ্লবী আলেমদের
কথায়, খুৎবায়,
জুম্মাহীন জমায়েতে অথবা জুম্মায়

অতএব আমরাই হতে চাই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা
জন্মের পূর্বেই তো এই কথা কানে কানে মরমে পৌঁছেছে
কিন্তু হায়
চোখ ফুটতেই দেখলাম মধ্যস্বত্বভোগীদের গৌত্তলিক সমৃদ্ধি

পাশাপাশি
জরাজীর্ণ কুটিরে আমার একেশ্বরবাদী পিতার অসহায় দারিদ্র্য
এবং
আচারে ও অভ্যাসে এ দুটি সম্প্রদায়ে বিপরীত ঐতিহাসিকতা
তাই দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়তেই
পরস্পরের কাছে আমরা বিপজ্জনক নরখাদকে পরিণত হলাম



www.pathagar.com

মিছিলে ও ময়দানে, বিরোধী বক্তব্য ও শ্লোগানে
বায়ুমণ্ডলে
তিক্ততা বিদ্বেষ ও বিষবাষ্পোচ্ছ্বাসে
দু'জন ক্ষুধার্তের রুটি ভাগ করার মতই
ভাগ করে নিতে হল দেশটা

ইন্‌কেলাবের পরাক্রান্ত জয়ধ্বনির এই পরিণামে
হতভাগ্য সিরাজের অধঃস্তন প্রজাদের পক্ষ হয়ে তবু
হারানো রাজ্য-সীমান্তের পুনরুদ্ধার চাইলেন যে উপনেতারা
তাঁদের প্রয়াস গেল ব্যর্থ হয়ে, কেননা এবার
বাংলাকে টুকরা করার দাবীর পক্ষে অনড় অচল
তাঁরাই—চল্লিশ বছর পূর্বে যারা এই দেশকে যুক্ত করার জন্যে
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করে তা রদ করেছিলেন

'বাংলার মাটি,' 'বাংলার জল'কে এক করার জন্য তখন
সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ ঠাকুর
'জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে'-র ঝংকারে এমন কি
ইংলণ্ডের রাজার ঔপনিবেশিক দরবারকে সফল করলেন
সাফল্যে ও সন্তুষ্ট চিত্তে
দিল্লীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে।

ঢমীর ও শরীয়তউল্লাহর সন্তানদের মাঝে তখন
হয়েছিল ?
।হীন একেশ্বরবাদ ও নির্ভেজাল আত্মত্যাগের ইতিহাস
র সংহত না করে দ্বিধাভক্ত করে ফেলল কেন ?

শ্বেতপত্র

www.pathagar.com

কৃষিভিত্তিক জীবিকার উৎস এদের করেছে সরল
সঠিক রাখালবিহীন বেপরোয়া গড্ডালিকা
এই পাতিবিত্ত কারবারী ও চাষার সমাজে
তাই-তো আসেনি শান্তি, স্থিতি ও প্রগতি

বরং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বার-বার মার খেয়ে খেয়ে
একদা মসীযুদ্ধে জয়ী হয়ে ওরা
পেয়েছিল একখণ্ড যে স্বতন্ত্র বসতি
আজ অব্দি সে-সৌভাগ্যের ভাঙ্গাচোরা হচ্ছে অনায়াসে
সখের আজাদী তাই ধীরে ধীরে ঝুটা হচ্ছে তো
লাখো লাখো ইনসান ভুখা বনছে তো।

ভারতবর্ষ ভাগাভাগি হতে না হতেই
র‍্যাডক্লিফ প্রস্তাবিত সীমান্ত পেরিয়ে
উদ্বাস্তুরা পাড়ি জমালেন

গ্রাম ও শহরগুলো খাঁ খাঁ করল এই সময়
অনাবৃষ্টিতে মজে যাওয়া সব্জীবাগানের মত

অভাবিত উত্তেজনা সত্ত্বেও
ফুটফুটে রাঙা মেয়েদের জন্য হা-পিত্যেশ করতে দেখা গেল
তরুণদের
বেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেখালো তাদের

চতুর ভূস্বামী, ক্ষিপ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদে-বড় লগ্নীকারেরা
প্রচুর তৃপ্তির সঙ্গে কিনতে লাগলেন



www.pathagar.com

পরিত্যক্ত আসবাব, দরদোকান, ঘরবাড়ি, জমি সস্তায়
অল্পদিনেই বদলাতে লাগল সব কিছু
শহর ভরে গেল গ্রাম থেকে শহরে আসা লোকে এবং
ভিন্নভাষী উদ্বাস্তুর চোখে
স্বাদে ও আহলাদে আর আকাঙ্ক্ষার বিবিধ বিন্যাসে
পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার এমনকি
প্রচলিত কথাবার্তার ধরনই পাল্টে গেল যেন

মধ্যবিত্ত রেষারেষির উত্তেজনা চোখে মুখে
নতুন ক্ষেত্রের খোঁজ নেশাগ্রস্ত করল এবং
বিত্ত ও সম্ভাবনার দরোজায় হানল আঘাত
অখ্যাত পল্লী ও উদ্বাস্তু-সন্তান

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাদের স্বাধীন করেছিল
পরাধীন যুগে
তাদের বিলাস, আলস্য ও অহংকারের অগোচরে
ভূমি ব্যবস্থার রদবদল হল

মধ্যস্বত্ত্ব-ভোগের স্বাচ্ছন্দ্য হল বে-আইনি

কিন্তু এই তালুকদারদের ক্ষয়িষ্ণু, সামাজিক, আর্থিক উৎস
ভেঙে পড়ার আগেই
একটি গতিশীল, রুচিশীল সমাজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা
ছিল বৈকি, কেননা
নিরীহ সামন্তবাদ শতাব্দীর স্বজাতীয় উত্তরাধিকার
ন করছিল

এই পৃষ্ঠপোষকতার উৎখাতে
করণ, পরমতাদর্শ, পরবর্তীকালে
শর জন্য বড় কাল হয়েছে যে

তপন্ন

www.pathagar.com

বাঁশের কেল্লা হতে ফোর্ট-উইলিয়মের যে দূরত্ব
তার অতিক্রমণের জন্য বহিরঙ্গের যে ধারাবাহিক বিবর্তন
সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন যে এক বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান
নেতৃত্বের
আলিগড় কিংবা দেওবন্দের অবিকল কোন আন্দোলনের
তীর্থরূপ
এই দেশে এই ভাষায় ছিল খুব বেশী।

কালো দশকের
সেই মুকুটবিহীন রাজার শাসনকালেই
স্বল্পকালের সুখের পর দুর্ভোগ দেখা দিল

বন্যা ও অনাবৃষ্টি দুই-ই পাশাপাশি
গ্রামে-গঞ্জে হাহাকার তবু যথারীতি

রূপ নিল
নগরে, বন্দরে মেদস্ফীতি

কিছু কিছু মোটর ও ট্রাক্টরের প্রচলনে তবু
প্রকল্পিত জলসেচে গ্রামোন্নয়ন হতে থাকলো

এদিকে স্কুল-কলেজে কিছুটা অভ্যস্ত হতেই
ছেলেরা ঘন ঘন আসতে লাগলো শহরে
শাড়ির বদলে পরল কামিজ মেয়েরা



www.pathagar.com

সিনেমা ও প্রমোদ পত্রিকার অনুষঙ্গে
নতুন রুচি নির্মাণ হল, এমন কি
প্রৌঢ়েরা রঙচঙে টেট্রন পোশাক আর দামী জুতায়
সৌখিন হলেন

গণ্ডগ্রামেও সহসা পত্তন হল শিল্প-শহরের

নতুন রাস্তা রঙবেরঙের নতুন গাড়ী নিয়ে ছুটল

এক আনার আণ্ডা এক ফাঁকে চার আনা হয়ে গেল

সবাই খুশী, হাতে কি সুন্দর চকচকে নতুন পয়সা

এখানে ওখানে জমে উঠল মুখর রেস্তোরাঁ
সুরমা ঘরবাড়ি এখানে, ওখানে

আইভি উদ্যান ঘেরা উজ্জ্বল ড্রয়িংরুম ঘেঁষে
পক্ষিরাজ সদৃশ রঙীন বাহনগুলো গাড়ী-বারান্দায়

একযুগ আগেও তো এসব ছিল না
মাত্র এক দশকের মাঝে এক চিলতে জমিনের ওপর
এত নতুন আয়োজন আর নতুন ব্যাপার
পিঁপড়ের মত ছড়িয়ে পড়া ট্রাংক রোডে অথবা গলিতে
ঝ ঝকঝকে নতুন মডেল

স্ত্রের বদলে সিনথেটিক ফাইবারের বাহারে পোশাকে
বদলে রঙীন প্যাকেটে মোড়া সিগারেটের ধোঁয়ায়
নিস্তেজ আবহমান গ্রাম্যতা ভাঙতে না ভাঙতে

তপত্র

www.pathagar.com

এদেশের
স্কুল কলেজ আর ভার্সিটির করিডোর হতে
ঝাঁকে ঝাঁকে
নেমে আসলো হালফিল তরুণ-তরুণী সংখ্যাহীন

বিগত শতকের বঙ্গীয়-ফিরিঙ্গী-সংস্কৃতি ঠিকই
কৃত্রিম ঝিলের মত এদের সাঁতারের জন্যে উন্মুক্ত ছিল
আর এ সংস্কৃতির অভিব্যক্তির অন্তরালে
বর্গীগুরু শিবাজীর বিজয় উৎসবে
পটভূমি জুড়ে ছিল চৈতন্য ও রামমোহনের বিপ্লব
ঈশ্বরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চরিত্র
বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ।

উনিশ শ' ষাট দশকের এই বিত্তবান পটে
ফেলে আসা দিনগুলির সুচরিতার্থতার কথা
শোনাতে চাইনা আমি বরং
এ-সময়ে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ যত ছিল
বৃহৎ পুঁজির স্বাস্থ্য ছিল ততোধিক, যে-কারণে
একদল ভূমিহীন নিরন্ন মানুষকে দেখা যাচ্ছিল
নৌকার ছৈ-টানা বিবিধ কিম্ভূত দৃশ্য গৃহে ও গুহায়
রাজসিক রাস্তার দু'পাশের খন্দ ও খানায়
পরিবার পরিকল্পনার আড়চোখে-চোখে
প্রাকৃত সংসার পেতে দিব্যি বসেছে

এদের কথা বলেই সর্বহারাবাদী
ফিটফাট বক্তারা আঙুল দেখিয়ে নিজেদের
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ইস্যু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বেশ



www.pathagar.com

রাঙাচামড়া-বেপারী ও দালাল বদমাশ
ওই একই উৎস থেকে অনায়াসে বাগিয়ে আনতো
নিষিদ্ধপল্লী ও বারের সেবিকা

সাপটে ছিল মোজাইকে
কাদার দলার মত যেন
রাজধানীর ডাস্টবিনে এসব এলাকা

এ-রকম বৈষম্য চোখে খোচা দিচ্ছিল বলে
একের ভোগের আকাঙ্খাকে সুনজরে দেখেনি দশ জন

অতএব সময়কে মনে হয়েছে কঠিন ও ক্ষমাহীন

বিজ্ঞের চোখে ছানি ফেলেছে আগন্তুক দুঃসময়

প্রবীণের বিমূঢ় আনন কুঞ্চিত হয়েছে শঙ্কায়

একদা গরুর গাড়ীতে চড়ে যে ভদ্রলোক শহরে আসতেন
যদিও তাঁর সুসন্তানের ক্যাডিলাকে ফিরছেন তিনি
তাঁর জাড্যে তরঙ্গ তুলছে না এই গতি
এ-জঙ্গম হয়েছে তার নিভৃতের অপ্রিয় দর্শন

বস্তুতঃ এ-সময়কে তাইতো বলা যায়
গড়া ও ভাঙার তীর্থ, দ্বান্দ্বিক সে-কালপুরুষ
যার নির্বাক ছায়ায় উদয়াস্ত গেয়েছে পরিণতির সঙ্গীত

যার গল্প-উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য হয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ

রুগ্ন কবিরা বেশ্যালয় থেকে কুড়িয়ে আনছে
ছন্দ ও উপমা



www.pathagar.com

যৌনতার উল্লেখ ছাড়া কবিতা রচনা হয়েছে অসম্ভব

অপাঠ্য ঘোষিত হয়েছে নির্দোষ কবিতা

সিনেমার হিরোরা নবীদের মত প্রিয়দর্শী আর
নায়িকারা রাজকন্যাদের মত বহুলালোচিত
যখন
সেরা কাটতি পাচ্ছে সিনেমার মাসিক ও সাপ্তাহিক ইস্যু

সামর্থ্যবান মধ্যবিত্তকে এভাবেই সুদূর করা হল
সুকঠিন রিয়্যালিটি থেকে

আর শ্রেণী-সংগ্রামের টার্গেট দুর্নিরীক্ষ হয়ে গেল প্রায়
বিপন্ন কমরেডদের শূন্য চোখে-মুখে

মরিয়া হয়েই তখন ভাবনা শুরু হল
বিদেশ হতে বিপ্লব আমদানীর কথা

অথচ এইখানে তোলা হচ্ছিল সৌধ ও মাযার
যখন
পার্শ্বচর মুখ খুলতেই শুনছি অভিশাপ উচ্চারিত
তখন তো
কেউ কেউ পুষ্পমাল্য গলায় নিচ্ছেন হেসে ; মাথা ঝুঁকিয়ে

অতএব যে কালকে নিশ্চিত জেনেছি দুঃসময়
তাকেই তো অন্যেরা ভেবেছেন বেশ সুচারু সময়
যদিও ইতিপূর্ব দশকে, এদেশে ভাষার প্রশ্নে রক্ত ঝরেছে
মারমুখী নীরবতা রক্তপাতে সংহত হয়েছে
দারুণ অগ্নিবেদী নির্মিত হয়েছে সবখানে



www.pathagar.com

শাসিতের বিহ্বলতা খসে খসে হয়েছে আবেগ উত্থানের
'আগুন জ্বালো'র রুদ্র শ্লোগানে শ্লোগানে রাজনীতি
লকলক করেছে

জ্যায়ের কঠিন টানে ধনুকের মত পরিণামে
ভেঙে গেছে মৌল সংহতি

অসংখ্য মানুষের মৃত্যু আর বিনাশের দুর্দৈব ঘটিয়ে
ইতিহাসে।

মৃত্যু! বিনাশ!
কী রকম সহজেই ঘটতে পারে, ঘটাতেও পারে সর্বনাশ!
বিধাতা কী নির্মম গুরুদণ্ডদাতা এ-দুনিয়াতেই হায়

অবশ্য ইতিমধ্যে ভাইয়ের বোনের ওপর উপগত হওয়ার সংবাদ
কানে বিঁধেছিল
এমন কি মায়ের প্রতি ছেলের অথবা
নিজের কন্যার প্রতি জন্মদাতা পাষণ্ড পিতার

শুনতে চাইনা চাইনা বলে চীৎকার করেছি
শোনানো হয়েছে তবুও তো
মানবিক অস্তিত্বের সংকটের কথা
বিশ শতকের জঞ্জালে
পচয় ও বিনাশের প্রতিরুদ্ধতায়
শ্লীবোধের যত বিবর্তন কথা

মাদের কয়জনার তারস্বর চীৎকার প্রতিবাদে

শ্বেতপত্র

www.pathagar.com

কাকের মত
কিন্তু ওদিকে বাঁশি বাজাচ্ছিল হ্যামিলনের বিখ্যাত বাদকের
উত্তরসূরীরা

আর সে মোহন বাঁশির সুরে তাতা থৈ-থৈ নাচের ব্রাহ্মলগ্নেই
উনিশ শ' সত্তর ঈসাব্দের এক রাতে
অন্তরীক্ষ ছিঁড়েখুঁড়ে আসলো সাইক্লোন

একখণ্ড প্রলয় একটি রাত্রির বিশ্রামকে লণ্ডভণ্ড করে
মহাকালের আবর্তে হাততালি বাঁজালো

দারুণ কোলাহল জাগল সারা বিশ্বে
ঘোর শোকমাতন দেশে
আর সরকারী প্রচারযন্ত্রের ক্ষমাহীন অযোগ্যতায়
ধিক্কারে ধিক্কারে
আমাদের অধিকাংশ বিধুর বিবেকে
আদ, ও সামুদ ময়নামতির ধ্বংসলীলা
কথা কয়ে গেল,

যদিও তখন
জ্ঞানীরা ধমক দিচ্ছেন মেধাকোষে স্তূপীকৃত শব্দ-ভাণ্ডারকে
বিদ্বানেরা বিদ্যারত্ন পাড়ার সমুদয় আয়োজনের ওপর
বিদুষী গৃহবধূদের নিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরাচ্ছেন

ধনীরা সংক্ষিপ্ত দানের ভাণ্ডার খুলে দিলেন

গুণীরা নিজ নিজ গুণের উৎকর্ষ সাধলেন চ্যারিটি শোয়ে
নেতারা কড়া বিবৃতি ও হুঁশিয়ারী ছুঁড়ে মারলেন বাসস্থান থেকে
রিলিফ বিতরণের শ্লাঘায় নিজ নিজ টীমের স্বপক্ষে প্রচারণায়
নবীনেরা অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন



www.pathagar.com

সবাই একযোগে অযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে গেলাম ঠিকই

একজন বর্ষীয়ান নেতা শুধু তাঁর ভ্রমণের তিক্ত চেহারাকে
বর্ণনা করলেন এইরূপ
—বিদেশী ফটোগ্রাফারেরা আমাদের পর্দানশীন মেয়েদের
লাশের
উলঙ্গ বুকের
বে-আব্রু শরমগা'র ছবি তুলে নিচ্ছে
সরকারী ব্যর্থতা ছিলো সীমাহীন
আমাদের বিহ্বলতা জমাট পাথরের মত
খণ্ড এই কেয়ামত নিয়ে যখন বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করছি
মনে মনে
চিলতে এই জমি নিয়ে ততক্ষনে কাড়াকাড়ি শুরু
প্রলয়ের দগদগে ঘা শুকাতে না শুকাতেই
রুগ্ন এই মানচিত্রে নির্বাচন দাবী করা হল
সংহতির বিপক্ষে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেল
গণমত
অতঃপর ঘরে ঘরে যুদ্ধ ও সংঘাত
বিচ্ছিনতা
অথবা
পারস্পরিক স্বাধীনতা !

সূর্যকে এসময় গ্রীষ্মকালেই
গোলাকার রক্তাক্ত পিণ্ডের মত তিনদিন
এবং
আদিগন্ত ঝুলন্ত দারুণ কুয়াশা রাত-দিন
অনেকে দেখেছি

মানবাত্মার বিপন্ন হওয়ার এ ছিল নৈসর্গিক সংকেত



www.pathagar.com

কিন্তু তা বোধের অগম্য কেননা বোধি যে
বিপন্ন এ যুগের বুদ্ধির বিকাশের কাছে
আর
মগজের বিজয়ের এই ঘটনাই তো ইউরোপের রিনাইসান্স
এবং
রেনেসাঁই সবচেয়ে মানবিক শব্দ এই যুগের

চারশো বছর ধরে এরই বাণিজ্য তো এই পৃথিবীতে
এই পণ্য নিয়ে যত শ্বেতাঙ্গ সমুদ্রপোত
আটলান্টিকে ভেসে কিংবা প্যাসিফিকে গেছে
তাদের লাভে ও লোভে মানুষ তো পেয়ে গেছে এমন পৃথিবী
পশ্চিমের কথা যথা শোনা যায় পূর্বদেশে
বিনা তারে
পূর্বের কথা পশ্চিমে

মলমূত্র পরিপূর্ণ শরীরকে নিয়ে যাওয়া যায়
চাঁদের মোহন চরাচরে

সার্থক হয় বেশ অস্ত্রোপচার হৃৎপিণ্ডে

নারী-পুরুষের পারস্পরিক রূপান্তর অনায়াসে হয়
যদিও ফ্রানৎস কাফকার 'রূপান্তর' নামের গল্পে
একজন সুসভ্য তাকে জার্মান নরাধম কীট হয়ে গেলে
সভ্যতা তাকে হায় বাঁচাতে পারে না

কেননা এ সভ্যতা তো তার স্রষ্টাকেই জানেনা

আর তার পরমাত্মার নাম হচ্ছে রিনাইসান্স
যা মিটাতে চায় নিত্যকালের সকল সংবাদ



www.pathagar.com

প্রার্থনার পদ্ধতি ও সমর্পিত উচ্চারণমালা
ভক্তি ও বোধের মুদ্রা সকল

বিরূপ অট্টহাস্যে কানের সে তন্ত্রীরা ছিঁড়ে গেছে
প্রার্থনা সঙ্গীত ও সুরে যেগুলো অভ্যস্ত ছিল অথবা নিস্তেজ

এখন শুনছি তো শোরগোল—বসুন্ধরা টোট্যালিটেরিয়্যান-মার্গের
জন্যে,

আর এ উচ্ছ্বাসে গা ঝাড়া দিচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
ফলে উজ্জ্বল দীপ্ত এই নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে
গর্হিত হয়েছে শান্তি

প্রথমেই শোয়েকার্ণো বা সিহানুকদের স্বপক্ষে
নাবালেগ জাতীয়তাবাদের নামে চলে জোর প্রচারণা

অতঃপর
দারুণ অগ্নিবৃষ্টিকে আহ্বান করা হয় নগরে-বন্দরে
এবং
এমনি দুঃসময়ের গহ্বর হতে উগ্‌লে বেরিয়ে আসতে হয়
মানুষকে স্বদেশে বিদেশে

যখন
অত্যন্ত বেসুরোভাবে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন জেগে ওঠে
হায়—আমি কি কোন ভ্রম না ভ্রূণ ?

আর
অনন্তের সামনে মুখোমুখী দাঁড়ালেই ইচ্ছে হয় জানি
—আমি কি শুধু তৃণ না শর ?



www.pathagar.com

হায় রক্তপতাকা শূন্যে উড়ায়ে ধেয়ে আসলো যে
শ্মশান-কিংকর দল

যক্ষ-সেনা ও রক্ষ-সেনারা যে মানুষের ধড় ছিঁড়ে নিতে
বিধাতার মোহরাঙ্কিত নির্দেশ পেয়ে যায়

মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয় আরশচ্যুত ফরমান
আসন্ন ধ্বংসের

হায় প্লাবন ও অগ্নিবৃষ্টি দেখছি কিন্তু নেই কোন
নূহের কিশ্‌তি,

মস্ত প্রতারকেরা ঘুরছে চারপাশে কিন্তু নেই কোন
অভিজ্ঞ আদম

ফলে আমাদের বিদ্রোহী শহরগুলোর ওপর
ধাবমান সেনানীদের বুটের তলায়
পিষ্ট ঘরদোর, বিনষ্ট বিপণী, লুণ্ঠিত আসবাব
জ্বলে পুড়ে ছারখার হওয়া সম্পদ

গজিয়ে ওঠা নগরীর রূপ যেন বিরাণ কারবালা

ঘরে ঘরে শোকমাতম, হাহাকার
ঘরে ঘরে দ্বিমুখী পদাতিক আর
পারস্পরিক বিচ্ছেদের চিল ছুঁড়ে মারা

যখন প্রতিটি ঢেলা হয়ে ওঠে গ্রেনেড, জিহ্বা বেয়নেট
আর
হাত-পা সব মারমুখী বন্দুকের কুঁদো
বহু পিতাও নিহত হন প্রিয়তম পুত্রের হাতে



www.pathagar.com

ভাইয়ের হাতে ভাই, বন্ধুর হাতে বন্ধু
এমন কি প্রেমিকও তাক্ করে গুলী একমাস আগের
গললগ্ন প্রেমিকার বুকে
কেননা মেয়েটির পিতা বর্তমানে তার দয়িতের বিরুদ্ধপক্ষে
প্রচারক

শত্রু হয়ে ওঠে শহরের সুউচ্চ চূড়া
কারখানার চিমনী
বলিষ্ঠ ব্রীজ
বৈদ্যুতিক খুঁটি
হাইড্রোলেকট্রিক টাওয়ার সহ যাবতীয় ইনফ্রাষ্ট্রাক্চার

অথচ
মাথা খুঁড়ে মরা তরুণদের পায়ের তলায়
ওদিকে আবাদ হয় মেঘালয়, রঘুনন্দনের দুর্গম অঞ্চল
পশ্চিমের আম্রকানন

যখন
প্রতীক্ষায় বাপ-মায়ের হৃদয় কানা হয়ে যায় উদ্বেগে

অবশেষে
পেশাদার বাহিনীর হতোদ্যম কাঁধে ভর করে
পরাজয়
দীর্ঘ মৃত্যুর ওপার থেকে প্রবল মুক্ত নিশ্বাসের সাথে
ক্রুদ্ধ বিজয় ঘটে যায়
ফলে পুরোন সে মানচিত্রে অবস্থান পায়
একটি নতুন দেশ ও জাতীয়তাবাদ
তিরিশ লক্ষ প্রাণ বিয়োগের দুঃসংবাদ
বিনিময়ে ছাড়পত্র পায়।


www.pathagar.com

এই তো দেশ,
লালন, হাসনরাজা, শীতালংশায়ের বাস্তুভিটা

যেখানে সুমেরিয়ার সমান বয়সী ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন
আছে ময়নামতির অর্বাচীন বিহারের বিনষ্ট স্মৃতি
এবং
নালন্দার পটভূমিতে শ্রীজ্ঞান অতীসের তীর্থযাত্রা

আবরওয়াঁ ও শবনম নামের বিভিন্ন মসলিনের স্মৃতির
কারুকার্য সহ
আরও আছে
টাকায় আটমন চাউলের কিংবদন্তী

তাছাড়া
এখানে শাহজালালের খানকা, বদরপীরের মাস্তুল
মোহসিন আউলিয়ার মাহী-সোয়ারীর জীবন্ত চিহ্নসমূহ
বিদ্যমান

দ্রাবিড়ে ও মোঙ্গলে, আর্য ও অস্ট্রিকে-সেমিটিকে
বিয়ে-থা ও ঘর-সংসার হয়েছে এখানে

সেন রাজাদের প্রভাব যেখানে শূণ্য সেই অধিকাংশ মানুষের মাঝে
জাতিভেদ বর্ণভেদ নেই

আম-জাম কাঁঠালের ফাঁকে ফাঁকে তন্ময়
এদের ঘরদোর, উঠান, খলা ও খড়ের গাদারা বড় নিরাপদ

কোটি কোটি মানুষের গুটি গুটি বিচরণে
ডায়ালেক্টের বিচিত্র উচ্চারণ ও
আচরণে, লেনদেনে, হাওরে হাট-বাজারে
মানবিক সম্পর্ক পত্তনে
চাষ-বাস, পশু ও সন্তান পালনে বড় পরিতৃপ্ত দেশ



www.pathagar.com

শান্ত গভীর সবুজ বিস্তারে ছয়টি স্পষ্ট ঋতু-চিহ্ন
যেন তুমুল চিৎকারে ফেটে চৌচির হয় মাটি
দারুণ গ্রীষ্মে
বর্ষার অশ্রান্ত ধারায় গলে গলে যায় ধরাতল

শরতের শান্ত কুজনে স্মিত হাসে উজ্জ্বল ধরণী

হেমন্তের শীর্ণ ছায়ায় দুলে ওঠে শস্যের আঘ্রাণ

হিমেল কুয়াশায় কাঁপে রঙীন আলোর বিচ্ছুরণ শীতে
এবং বসন্তে
সবুজ চিকণ পত্র-শাখায় শিশুর মত গজিয়ে ওঠে কুঁড়ি

বিশাল পূর্ণিমায় ভেসে যায় লাবণ্যস্রোত
জলাশয়ে উজায় মাছ, নাচে কলার পাতায় শান্ত সঙ্গীত

বারমাসে তেরটি পার্বণ ঘটে
জাগে
শবে-মেরাজের মন্দ্র স্বর
শবে-বরাতের দুধেভাতে থাকার দরাজ দরখাস্ত প্রার্থনায়

মাজারে ফাতেহা ধ্বনি, মৌলুদ ও গজল ভাসে
মারফতী ও মুর্শিদীর এ দেশে

যখন
সূর্য ঘড়ির সাথে তাল ঠুকে প্রতি দ্রাঘিমায়
মসজিদে আজান হাঁকে লক্ষ মুয়াযযিন
আর
হিমালয়ের প্রধান দুইটি নদ-নদীর সংগমস্থল এই
বিশাল ভরাট সমতটে
আমার জন্ম বলে আমি তো দুঃখিত নই বরং



www.pathagar.com

ডি-এল-রায়ের সেই আপ্লুত মাতৃভূমি-গীতই
আমার প্রাণাংকুরে মূল ধ্বনিপুঞ্জ যেন

কিন্তু এদেশে দুঃসময়ে আমার সহোদরদের হাতে
উঠেছে বন্দুক
আমার হাতে কলম ও তসবির দানা

আর সময়ের মাচাঙে চড়ে ভাগ্যবানেরা যখন গড়ছেন স্বর্গ
আমাদের তখন প্রাণান্তকর প্রাণ রাখার পালা

যেন আদম হাওয়ার ঘোরতর আদিপাপে অভিযুক্ত হয়ে
পদচ্যুত
পলাতক বৈরী স্বদেশে

এবং তখনই আমার ঔরসে
আরেক জন আমিকে আমার স্ত্রীর আঁচল ফুঁড়ে উত্থিষ্ঠিত, শুনলাম
যখন প্রবাসে ফেরারীর সাশ্রু চোখে আনন্দকে স্পর্শ করেও
জাতকের কপালে হাত রাখতে অসমর্থ পিতা
জমিনকে জায়নামাজ করে লুটিয়ে পড়ে কানলাম
সুসংবাদও কি করে যে মর্মাহত করে
বাতাসের স্পর্শেও যে কি করে আহত হয় দেহ

আমি যার পুত্র আজ মনে পড়ল শ্বেতশ্মশ্রু আমার সে
জন্মদাতাকে
পিতা,
আমি কি তোমার খিন্ন দীর্ণ কিন্তু
অত্যন্ত দায়িত্বশীল সুসন্তান নই ?
পিতা,
আমি যে তোমার কল্যাণস্পর্শের



www.pathagar.com

সকল সুবিধে ভোগ করা সত্ত্বেও
খোয়ালাম সব বিত্ত ?
পিতা,
আমাকে তুমি ক্ষমা কর
ফের আমাকে ভ্রূণ পর্যায়ে নিয়ে যাও পিতা
পিতা,
হাত বাড়াও পিতা
প্রতারণার অভিষেক থেকে বাঁচাও

আমি যে এ যুগের ভোগাকাংখাকে সুনজরে দেখতে পারি নি
সেই তো আমার অপরাধ ও ঘর ছাড়ার হেতু

মাত্র একজনের ত্বকের মসৃণতার জন্য
সাড়ে তিন হাতের পদাতিকদের আত্মাগুলো খাঁচা ছাড়া হবে
বল কী করে সেই একজনের সুখকে বলব সুখ
সর্বনাশকে সার্থকতা বলে মানবো

যেহেতু মঙ্গল চেয়ে মজেছি
দাও আমাকে সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় হতে দাও।

আমার রক্তে এখন তরঙ্গ তুলেছে অগাধ সমুদ্র
নির্ভুল স্মৃতিচারণে মর্মরিত হচ্ছে এই অশান্ত বিষাদ গাথা

জড়িয়ে পড়েছি তো এক গভীর ষড়যন্ত্রের জালে
যা থেকে বুঝি মুক্তি নেই সর্বশেষ নিশ্বাসের আগে

আর আমার, ফাঁপানো আন্তরিক ব্যোমে
ঘন কুয়াশার মত যত ব্যথা জমে আছে



www.pathagar.com

কেননা তা বিয়োগান্ত নাটকের সংলাপের মত
আমাকে বাইরে ভেতরে পরাস্ত করতে চাইছে
এখন সে সব বলতে হচ্ছে
অতীতের সমস্ত পসরা ও রত্নরাজি হচ্ছে মূল্যহীন
আর অভাবিত বন্যায় ডুবে যাচ্ছে মস্ত মালভূমি
তার সাথে মানবতাবাদ

আমি যে বাড়ীতে প্রথম আর্তনাদ করেছিলাম
সেখানেই বা এখন কত জল ?
যে ছোট্ট শহরটি একান্তই ছিল নিরাপদ
সেখানে প্রবিষ্ট এখন যে দুঃসময়
তাতে ডুবছে সুউচ্চ ডাঙা, ভেঙে ভেঙে পড়ছে নদী-তীর
গ্রাম-পতনের শব্দে চরাচরে ব্যাপৃত নিরাশা
শিশুদের ভয়ার্ত বিলাপ শুনছি
মনে হয় চিহ্নহীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশই ভাটির এই দেশ
উলঙ্গ স্বদেশবাসী নরনারী ভাসছে মরে, পচে
গলিত ভাগাড়ে এমন কি ভিড়ছে না উড্ডীন শকুন
শব-পচা, ধান-পচা, পাট-পচা গন্ধে মজে গেছে
দলকলস, থানকুনী ও হেলেঞ্চার সতেজ সুঘ্রান
কারখানার কৃশ চিমনী, হাইওয়ের পৃষ্ঠদেশ, রেলোয়ে ইস্টিশনে
খেলছে ঢেউয়ের সন্ত্রাস
এমন কি সামনে নেই দীনহীন ব্যস্ত দাঁড়কাক, চক্ষুশূল
সফল ধ্বংস-চিহ্ন আমাদের এই পৃথিবীতে
নদীদের মোহন কোমরে যত সভ্যতা আদিকাল হতে
পল্লবিত হয়েছিল আজকে তাদের সর্বনাশ
তরল অবক্ষয়ে যেন
নব্য এক নূহের প্লাবনে।

অবশ্য এ বন্যা কোন প্লাবন নয় সে রকম



www.pathagar.com

মানুষের আত্মার ডাঙা ঘিরে যে দুর্দান্ত উৎক্ষেপ
আমি সে কথাই বলছি

আমার হৃদয়পিণ্ডকে পোস্টমর্টমে দিয়ে তবে
এসব বলতে হচ্ছে

মাউন্ট সিনাই, জয়তুন ও ফারাণের পর্বতমালার শপথ
ইউরোপ আমেরিকার সমুদয় মারণাস্ত্রের চেয়েও
মারাত্মক ওই সর্বনাশ

অতএব
বিশ্বাসী হৃদয়-ডাঙা পার তো সন্ধান করে নাও

আত্মার স্বপক্ষে আজ এশিয়ার পুনরুজ্জীবন
হওয়া চাই
তার আগে
মরুভূমির সর্বশেষ ভাববাদীর ভূখণ্ডের দিকে
ডান কদম
সোজা হাঁটা যাক

হে আমার নিষ্প্রভ পংক্তিমালার পাঠক,
আমাকে ক্ষমা করুন,
কেননা আমি তো
আপনার সাজানো উদ্যানের কোকিল নই
কিংবা
কোন সোনার খাঁচার বন্দী টিয়ে পাখি।

www.pathagar.com

বাঙলা কবিতার পাঠক যখন ব্যাপক নৈরাজ্যে কলুষিত তখনই ষাটের দশকের একজন ব্রতচারী কবি আফজাল চৌধুরী 'কল্যাণব্রত' নিয়ে আত্মপ্রকাশিত। 'কল্যাণব্রত' চিহ্নিত হয় রহস্যশিহরিত অনুভববেদ্য ঐতিহ্যের শাশ্বত অভিধায়।

দ্বিতীয়ত: এক 'সুনিকেত নির্ভাবনায়' তিনি বৈরী বিশ্বে স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সাহসিক উদ্ভাবন ঘটান সত্তর দশকের শেষ লগ্নে তাঁর 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' কাব্যনাট্যে। ধ্রুপদী নাট্যকর্মের সফল নিরীক্ষায় দীর্ঘ এক দশক পরে ব্যক্তি ও বিশ্বের দুর্যোগের রণক্ষেত্রে তিনি মানবাত্মার উৎক্রান্তি খুঁজেছেন এবং এক 'অচিন্তনীয় সুস্বাদে' নতুন যাত্রার প্রতিশ্রুতি বিধৃত করেছেন এ নাট্যকর্মে।

মারণাস্ত্রের সহিংস উদ্ভাবনে উন্মত্ত পরাশক্তিবর্গের পাতানো খেলার ফলশ্রুতি দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয়টির কালে কবি সদ্যজাত শিশু। এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শংকায় তিনি সন্ত্রস্ত। অথচ তত্ত্বহীদের 'দৃপ্ত দাবদাহে' তৃতীয় ভুবনের আসন্ন অভিষেকের বিজয়োৎসব প্রতীক্ষায় তিনি সাহসী সৈনিক। তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক হিসেবে এখানে তাঁর ভূমিকা নিরেট দর্শকের নয়, বরং বিবেকহীন এই সন্ধিকালের এক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাতারও। তাই 'শ্রেণীহিংসা ও অতিনান্দনিকতার দুই বিপরীত উন্মার্গগামিতা'র মধ্যবিন্দুতে অবস্থানরত চিরন্তন মানবিকতার স্বপক্ষে এক সুমিত বিশ্লেষণ ও সুনান্দনিকতার প্রয়াস তাঁর 'শ্বেতপত্র'। আপনআত্মার ঐশ্বর্যে, সবুজের প্রোতনাদে তিনি বরাবর এক দ্রুতগামী সাঁতারু হিসেবে শাশ্বতের স্বপক্ষে দৃপ্তবাক।